অবশেষে ছাত্রদলের কমিটি

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

আগামী মাসের শুরুতেই ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা হতে যাচ্ছে। বিএনপি'র হাইকমান্ড ইতিমধ্যে কমিটি ঘোষণার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পরে, দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে বৈঠক করেছেন। তবে কমিটির ধরন নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। হাওয়া ভবন কেন্দ্রিক বিএনপি'র নেতারা ছাত্রদলের বিবাহিত, অছাত্র, সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িতদের বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার পক্ষে। দায়িত্বপ্রাপ্তদের অনেকেই চান তাদের প্রিয়ভাজন একজন সিনিয়র নেতাকে আহবায়ক করে আহবায়ক কমিটি গঠন করতে। তবে কমিটি ঘোষণার সংবাদে চাঙ্গা হয়ে উঠছে স্থবির ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা নিয়মিত মধুতে আসছেন। বিএনপি'র হাইকমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। শুরু হয়েছে নতুন গ্রুপিং লবিং। জানা গেছে, ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণায় সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএনপি'র ১নং যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের মুখ্য ভূমিকা থাকছে। ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীরা চায়, তারেক রহমানের নেতৃত্বেই ছাত্রদলের একটি পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছ কমিটি ঘোষণা হোক। ইতিমধ্যে ডিবি, এসবিসহ ৪টি গোয়েন্দা সংস্থা ছাত্রদলের নেতৃত্ব প্রত্যাশীদের বায়োডাটা সংগ্রহ করেছে।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনাপুঞ্জির ধারাবাহিকতা জোট সরকারকে বিপাকে ফেলে দেয়। বিএনপি'র হাই কমান্ডের অনেকেরই ধারণা, ছাত্রদলের কার্যক্রম সচল থাকলে এমন অনভিপ্রেত ঘটনা এড়ানো যেত। মূলত এ কারণে বিএনপি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। প্রায় ১০ মাস ধরে স্থগিত ছাত্রদলকে সচল করতে কমিটি ঘোষণা করা হচ্ছে।

ছাত্রদল : ধারাবাহিক যাত্রা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের '৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষা, শান্তি, প্রগতিই সংগঠনটির আদর্শিক মূলমন্ত্র। আশির দশকে সারা দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদলের জোয়ার সৃষ্টি হয়। তবে আত্মপ্রকাশের পরেই ছাত্রদলের মধ্যে শুরু হয় মেরুকরণ। মূল রাজনৈতিক দল বিএনপির আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রভাব ফেলে ছাত্রদলের ওপর। বিএনপি'র ভেতরে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত যে দুটো গ্রুপ রয়েছে, এই গ্রুপ দুটো ছাত্রদলের ভেতরে নিজেদের সমার্থক ধারা সৃষ্টি করে। গ্রুপিং এড়ানোর জন্য ছাত্রদলের ইতিহাসে একবারই কাউন্সিলের ভোটে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটে '৯৩ সালে এ কমিটি গঠন করা হয়। এতে রিজভী আহমেদ সভাপতি ও ইলিয়াস আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ফজলুল হক মিলন সভাপতি পদে ও নাজিম উদ্দীন আলম সাধারণ সম্পাদক পদে পরাজিত হন। গ্রুপিং এড়ানোর জন্য ভোটের মাধ্যমে কমিটি করা হলেও শেষ পর্যন্ত দু'টি লাশের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত কমিটির কার্যক্রম শেষ হয়েছিল। কমিটি গঠনের মাত্র আড়াই মাসের মাথায় নিহত হয়েছিলেন ফজলুল হক হলের পাভেল ও সূর্যসেন হলের জিন্নাহ। বিএনপি'র হাই কমান্ড তখন প্রথমবারের মতো ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। এ ঘটনার ৯ মাস পর নির্বাচনে পরাজিত মিলনকে সভাপতি ও আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কমিটি পুনর্গঠিত হয়। মিলন ও

মনির হোসেন

এবিএম মোশারফ

সাহাবুদ্দিন লাল্টু

আজিজুল বারী হেলাল

আলমের কমিটি ভেঙে দেয়ার আগ মুহূর্তে শুরু হয় শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও তৎকালীন ঢাকা মহানগর ছাত্রদল সভাপতি অছাত্র নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর মধ্যে দ্বন্দ্ব। এ সময় বিএনপি'র প্রগতিশীল অংশের শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও প্রতিক্রিয়া শীল অংশের নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ্যানিকে সভাপতি ও হাবিব-উন-নবী সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে '৯৬ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। নাসিরউদ্দীন পিন্টু এ সময় সাধারণ সম্পাদকের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সহসভাপতির পদ লাভ করেন। এ্যানি-সোহেল কমিটি ঘোষণায় পিন্টু পরোক্ষভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বেড়ে যায় ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বেও '৯৭ সালের ২৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরিফ হোসাইন তাজ নামে একজন ছাত্রদল নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

'৯৮ সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলন করতে ছাত্রদলের তৎকালীন সভাপতি শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেল দীর্ঘ ৫ মাস কারাগারে আটক থাকেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহসাংগঠনিক বিভিন্ন স্তরে ছাত্রদলের কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসে। এ স্থবিরতার সুযোগে বিএনপি নেতৃত্বের কট্টরপন্থি গ্রুপের প্রত্যক্ষ সমর্থনে নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু '৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর ছাত্রদলের নেতৃত্বে ফিরে আসেন। এ সময় সোহেলকে সভাপতি, পিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে দলের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের পর এ্যানি জামিনে বের হয়ে আসেন। সোহেল তখনও থাকে জেলে। তখন পিন্টু ইচ্ছামতো তার লোকদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

কমিটিতে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অছাত্ররা চলে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা কমিটিতে ভালো অবস্থান পেতে ব্যর্থ হয়। তারা সাহাবুদ্দিন লাল্টুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পিন্টুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এ সময় আন্দোলনরত বিএনপিকে শক্তি যোগাতে, ছাত্রদলকে একীভূত করতে এগিয়ে আসেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি গত বছর ২৫ মে নাসিরউদ্দীন পিন্টুকে সভাপতি ও সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে সমঝোতা কমিটি গঠন করে দেন। এ সমঝোতায় আত্মাহুতি দিতে হয় বিগত কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবিব-উন-নবী সোহেলকে।

নতুন কমিটি অনুমোদনের পর ছাত্রদলের গঠনতন্ত্রের নিয়ম ভেঙে ২৫১ জনের কমিটি

আব্দুল আউয়াল

আমিরুল ইসলাম আলিম

জয়ন্ত কুমার কুন্ডু

সাইফুল বারী বাবু

শামসুজ্জামান মেহেদী

সেলিমুজ্জামান সেলিম

গঠন করা হয়। পরে এ কমিটির শেষ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৬-এ। কমিটির সভাপতি ৪২, সহসভাপতি ৬৩, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ২২, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ৬ জন। এ কমিটিতে স্থান পায় অছাত্র, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, টোকাই পর্যন্ত। ফলে ক্ষমতায় আসার পর বেপরোয়া হয়ে ওঠে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মীরা। অভিযোগ ওঠে চাঁদাবাজি, দখল, টেন্ডারবাজির।

আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল

জগন্নাথ হল পুনরায় দখলে অস্ত্রের মহড়ার পর গত বছর ১৭ নবেম্বর নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। বিএনপির ভেতর থেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবি ওঠে। শিক্ষা সংস্কার কমিটি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করে। ফলে ছাত্রদলের কমিটি গঠন নিয়ে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। দীর্ঘদিন কমিটির কার্যক্রম না থাকায় হতাশ হয়ে পড়ে নেতা-কর্মীরা। জড়িয়ে পড়ে নতুন গ্রুপিং-লবিংয়ে।

অবশেষে কমিটি

শামসুন্নাহার হলে ২৩ জুলাই রাতে পুলিশ ছাত্রীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। এ ঘটনার ধারাবাহিকতায় উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। আন্দোলনের গতিধারা ক্রমেই সরকার কাঠামোয় আঘাত হানতে থাকে। কমিটি স্থগিত থাকায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সরকারকে দুঃসময়ে সাহায্য করতে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বরং দিক নির্দেশনাহীন ছাত্রদলের কিছু নেতাকর্মীদের আচরণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। তখন বিএনপি হাইকমান্ড দারুণভাবে ছাত্রদলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনাপুঞ্জির পরে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ডেকে পাঠান বিএনপি ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমানকে। তিনি তাকে অছাত্র, ব্যবসায়ী, বিবাহিতদের বাদ দিয়ে একটি কমিটি গঠনের আদেশ দেন। এ আদেশের পরেই ঝিমিয়ে পড়া ছাত্রদল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মধুর ক্যান্টিনী নেতৃত্ব প্রত্যাশী নেতা ও কর্মীদের ভিড় বেড়ে যায়। শুরু হয় নতুন করে লবিং। কমিটি স্থগিত থাকলেও ছাত্রদলের মধ্যে দুটো গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। নাসির উদ্দীন পিন্টু দল থেকে পদত্যাগ করার পর এ গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন স্থগিত কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি এবিএম মোশাররফ। । অপর গ্রুপটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু। বড় গ্রুপের মাঝেও কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার

নেতৃত্বে ছোট ছোট গ্রুপ গড়ে উঠেছে।

ছাত্রদলের সভাপতি পদের জন্য জোরালো তৎপরতা চালাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও স্থগিত কমিটির সহসভাপতি মনির হোসেন, স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, স্থগিত কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহী, সহসভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন। সাধারণ সম্পাদক প্রত্যাশীরা হলেন– স্থগিত কমিটির সহসভাপতি ঢাকা কলেজের সাবেক জিএস আব্দুল আউয়াল, শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, সুলতান সালাউদ্দীন টুকু, স্থগিত কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, আমিরুল ইসলাম আলীম, শামসুজ্জামান মেহেদী, আব্দুল কাদের জুয়েল।

জানা গেছে, এদের সবার কাছ থেকে গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট নিয়েছে। অনুসন্ধান করে তারা রিপোর্টও জমা দিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখিত অছাত্র, বিবাহিত ঠিকাদারদের কমিটিতে আসা সম্ভব নাও হতে পারে।

অছাত্র, বিবাহিত, চাঁদাবাজ, ঠিকাদারদের বাদ দিয়ে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াকে ছাত্রদলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা সাধুবাদ জানিয়েছে। তবে নেতা নির্বাচনের প্যারামেটারগুলো নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। বিশেষ করে ছাত্রত্ব ও বৈবাহিকতা। কেন্দ্রীয় কমিটিতে আসা যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা অধিকাংশই মাস্টার্স শেষ করেছে। অথবা কয়েকবার ড্রপ দিয়ে ছাত্রত্ব টিকিয়ে রেখেছে। নির্ধারিত ক্যাটাগরির কারণে নেতৃত্বের দাবিতে অনেক জুনিয়র নেতা সামনে চলে এসেছেন। আবার সিনিয়র নেতাদের মধ্যে পড়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা, গ্রুপিংয়ে না জড়ানো, ছাত্রত্বের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মনির হোসেনের আগামীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও হাওয়া ভবন কানেকশনও তার ভালো। নতুন নেতৃত্বের প্রশ্নে তিনি ২০০০কে বলেন, 'ছাত্রদলের নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রশ্নে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। দেশব্যাপী মেধাবী ছাত্রদের অনুভূতি ও আবেগ সেটাই বিএনপি হাই কমান্ডের মাধ্যমে প্রতিফলিত হোক। এটাই আমার ও সাধারণ নেতা-কর্মীদের প্রত্যাশা।' কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত থাকায় ছাত্রদলের ক্ষতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংগঠনের কার্যক্রম হচ্ছে একটি চলমান প্রবাহ ধারা। এ প্রবাহ ধারায় বাধাগ্রস্ত হলে ক্ষতি তো হবেই। তিনি বলেন, ছাত্রদলের কার্যক্রম সক্রিয় থাকলে শামসুন্নাহার হলের ঘটনা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা যেত। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন হলে সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফের সম্ভাবনা রয়েছে। তার গ্রুপের রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ ভালো অবস্থান। হাওয়া ভবন বাইরের অংশের জোরালো সমর্থন। তাকে আহ্বায়ক করে এ অংশটি কমিটি ঘোষণা দেয়ার চিন্তা করছে। তিনি নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, ছাত্রদলের কমিটি নেতৃত্বে অবশ্য ছাত্রকে আসতে হবে। তবে বিবাহের ব্যাপারটি আপেক্ষিক।

স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি বেশ সক্রিয়। সাংগঠনিক অবস্থা তার বেশ ভালো।

সাহাবুদ্দীন লাল্টু নতুন কমিটি প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, 'ছাত্রদলের গঠনতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় অতীতের মতো ভবিষ্যতেও যোগ্য নেতৃত্ব আশা করি।'

স্থগিত কমিটির সহসভাপতি আজিজুল বারী হেলাল। সাংগঠনিক দক্ষতা ও হাওয়া ভবন কেন্দ্রিক তার রয়েছে শক্ত অবস্থান। তার খুবই কাছের লোক হাবিব-উন-নবী সোহেল। আজিজুল বারী হেলাল নতুন কমিটির নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, আগামী দিনের ছাত্রদলের নেতৃত্বকে অবশ্যই ছাত্র হতে হবে। তাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। তার সাংগঠনিক দক্ষতা থাকতে হবে। তার থাকতে হবে দলের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা। দেশী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। ছাত্রদলের কমিটির স্থগিত থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কমিটি সেদিন স্থগিত করে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। মূলত তিনি ছাত্রদলকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। ক্ষমতার দাপটে আমরা অনেকেই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। সে দিন কমিটি স্থগিত করায় ছাত্রদলের সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ আজ সুগম হয়েছে। সাময়িক ক্ষতি হলেও ছাত্রদলের জন্য বৃহত্তর লাভ হয়েছে।

সাংগঠনিক দক্ষতা ও ত্যাগী নেতা হিসাবে স্থগিত কমিটির সহসভাপতি আব্দুল আউয়াল খানের পরিচিতি রয়েছে। ঢাকা কলেজের তিনি ছিলেন নির্বাচিত জিএস। তিনি ২০০০কে বলেন, 'সাংগঠনিক দক্ষতা, মননশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারাই সংগঠনের নেতৃত্বে আসুক।' সাংগঠনিক দক্ষতা ও হাওয়া ভবন কেন্দ্রিক যোগাযোগ ভালো রয়েছে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলীমের। তিনি ২০০০কে বলেন, হাই কমান্ডের ছাত্রদের নেতৃত্বে নিয়মিত ছাত্র, সাংগঠনিক দক্ষতাসম্পন্ন নেতাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে ছাত্রদল স্থবিরতা কাটিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। স্থগিত কমিটির অপর যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু ২০০০কে বলেন, ছাত্রদলের কমিটিতে ত্যাগী নেতাদের স্থান

নুরুল ইসলাম নয়ন

এস এম শহীদুল্লাহ ইমরান

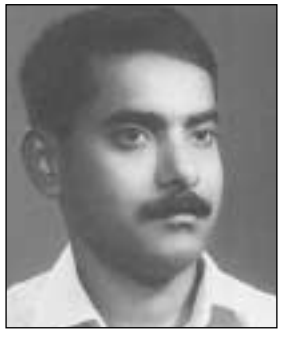

সাইফুল ইসলাম ফিরোজ

গোলাম হাফিজ নাহিন

তরুণ দে

হায়দার আলী লেলিন

হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই দেশনেত্রীর দিক নির্দেশিত পথে ছাত্রদল এগিয়ে যাবে।

সেলিমুজ্জামান সেলিম ২০০০কে বলেন, অছাত্র, বিবাহিত, সন্ত্রাসীদের বাদ দিয়ে ছাত্রদলের নতুন কমিটি চাই। সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, ছাত্রদলে কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত থাকায় দলীয় নেতাকর্মীর ওপর কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছে। ছাত্রদলের কমিটির কার্যক্রম থাকলে নেতাকর্মীরা সক্রিয় থাকতো। তিনি বিভ্রান্ত পথে যেতে পারতো না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে সভাপতির জন্য জোরালো চেষ্টা করছেন স্থগিত কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, স্থগিত কমিটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক হায়দার আলী লেলিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, স্থগিত কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, দুলাল হোসেন, হাসান মামুন, জিয়া হলের সভাপতি আমিরুজ্জামান শিমুল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রত্যাশী মুহসীন হলের সেক্রেটারি গোলাম হাফিজ নাহিন, শহীদুল্লাহ হলের সভাপতি এসএম শহীদুল্লাহ ইমরান, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম সম্পাদক ওমর ফারুক শাফিন, আসাদুজ্জামান পলাশ, স্থগিত কমিটির যোগাযোগ সম্পাদক সাঈদ ইকবাল টিটো, জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক তরুণ দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো হলেই হল কমিটি সক্রিয় নয়। হলে শুধু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরই পদবী আছে। এ কারণে সাধারণ কর্মীরা কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই হল কমিটি গঠনের দাবি করছে।

সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিএনপির হাইকমান্ডের সঙ্গে বেশ সখ্যতা রয়েছে নূরুল ইসলাম নয়নের। ক্যাম্পাসে পরিচিত মুখ সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। কার্জন হলের সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পূর্ণ মেধাবী ছাত্র এস.এম শহীদুল্লাহ ইমরান। গোলাম হাফিজ নাহিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত প্রসঙ্গে গোলাম হাফিজ নাহিন ২০০০কে বলেন, ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিতের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক। ছাত্ররা রাজনীতি করবে তাদের মৌলিক অধিকারের জন্য। তিনি বলেন, পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি অছাত্র, ঠিকাদার, বিবাহিতদের নতুন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। হাইকমান্ড আন্তরিকভাবে এগুলো বাস্তবায়ন করলে, ছাত্রদলের কার্যক্রম পরিচ্ছন্ন হবে। ছাত্র রাজনীতি নতুন গতি পাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রদলের এক কর্মী বলেন, পূর্ণাঙ্গ কমিটি না ঘোষণা করে বিএনপির হাইকমান্ড যদি ছাত্রদলের আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করে, তাহলে রক্তপাত হবে।

নির্ভরশীল সূত্র জানিয়েছে, আহবায়ক কমিটি ঘোষণার চিন্তা হাইকমান্ড বাদ দিয়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে খসড়া কেন্দ্রীয় কমিটি দাড় করানো হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরের কমিটি তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। কয়েক দিনের মধ্যে কমিটি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তবে কমিটিতে সিনিয়র ও জুনিয়রদের সমন্বয় করা হচ্ছে।

ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে হাওয়া ভবন বেশ তৎপর। বিএনপি ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান কমিটি গঠনে রাখছেন জোরালো ভূমিকা। বিএনপি মহাসচিব মান্নান ভুঁইয়া, মোসাদ্দেক হোসেন ফালু, হারিজ চৌধুরীর ভূমিকা থাকছে। তবে জানা গেছে, কমিটি চূড়ান্ত করবেন তারেক রহমান। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমিটি চূড়ান্ত অনুমোদন পাবে সাংগঠনিক নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে। কারণ গঠনতন্ত্র অনুসারে ছাত্রদল বিএনপির অঙ্গ সংগঠন। ছাত্রদলের গঠনতন্ত্রের ১৮ নং ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, চেয়ারম্যান বিশেষ কোনো প্রয়োজনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যক্রম স্থগিত করে নতুন পূর্ণাঙ্গ বা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে পারবেন। চেয়ারম্যান ছাত্রদলের গঠনতন্ত্রের যেকোনো অনুচ্ছেদ, ধারা-উপধারা স্থগিত, সংযোজন, বিয়োজন, প্রয়োজনে বাতিল করতে পারবেন।

জানা গেছে, ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের একটি গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। অনেকেই আশা করছেন অছাত্র, সন্ত্রাসী, টেন্ডারবাজদের বাদ দিয়ে ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হলে ছাত্র রাজনীতি নতুন ধারায় এগিয়ে যাবে।

সহযোগিতায় **প্রশান্ত মজুমদার**

ঢাবি খুলবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে

প্রতিদিন ক্ষতি ২৫ লাখ টাকা

কখন খুলবে হল? কবে খুলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? উদ্বেগ, আগ্রহ নিয়ে এর উত্তর জানতে প্রতীক্ষায় রয়েছে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। ২৮ জুলাই থেকে পদত্যাগকারী ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। উদ্বিগ্ন সচেতন সমাজ। অভিভাবক মহল। ২৩ জুলাই শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুরুষ পুলিশ ঢুকে ছাত্রীদের ওপর বর্বর হামলার ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন একমাস অতিবাহিত হওয়ার পরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দেননি। এ রিপোর্টের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টি জড়িত বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক এএফএম ইউসুফ হায়দার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'জুলাই মাসের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল খুলে দেয়ার তারিখ এনাউন্স করে দেয়া হবে।' ছাত্রদলের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র ২০০০কে জানায়, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হলগুলো খুলে দেয়া এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু হতে পারে।

সূত্রটি আরো জানায়, বর্তমানে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে কর্তৃপক্ষকে আবার ভয়াবহ আন্দোলনের মুখে পড়তে হতে পারে। কিন্তু ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত থাকায় তারা কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীদের আরো ৬টি দাবি এখনও পূরণ হয়নি। বিষয়টি কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। ঢাবি'র ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষের সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের পরিমাণ ৮৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। সে অনুযায়ী নন প্রফিটেবল প্রতিষ্ঠান হিসেবেই প্রতিদিন ঢাবি'র ক্ষতি হচ্ছে ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার অধিক।

এদিকে বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে হলে পুলিশ ঢুকেছিল, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে একটি সুপারিশ ও বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। বিভিন্ন সূত্রের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাবি কমিটি ঘোষণার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে না। অন্যদিকে নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ২৫ আগস্ট থেকে ঢাবি খুলে দেয়া ও সব দাবি মেনে নেয়ার জন্য বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। ২৯ আগস্ট নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ভিসির কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করবে।